যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১১২৭

১/ বিবিধ

আরবী

كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه، وإذا أتي بالتمر جالت يده

موضوع

أخرجه ابن عدي في " الكامل " (315/2) والخطيب في " تاريخه " (11/95) من طريق عبيد بن القاسم حدثنا هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره

أورده في ترجمة عبيد هذا وروى عن ابن معين أنه ليس بثقة. وفي رواية

" كان كذابا خبيثا ". وعن أبي علي صالح بن محمد

" كذاب كان يضع الحديث ". وعن أبي داود

" كان يضع الحديث

وقد مضى الحديث مع بسط الكلام عليه برقم (909) ، والغرض من إيراده الآن إنما هو ذكر شاهد له من قوله صلى الله عليه وسلم، لبيان ضعفه أيضا يرويه العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل: حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال

" بعثني بنومرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأتينا بحفنة كثيرة من الثريد والوذر، وأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي من نواحيها، وأكل رسول الله صلى الله عليه

وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال
يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد
ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب، أومن ألوان الرطب (عبيد الله شك) قال
فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال
" يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد
ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه
وذراعيه ورأسه وقال: يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار
أخرجه الترمذي (1/339) والسياق له وابن ماجه (3274) وأبو بكر الشافعي في "
الفوائد " (97 ـ 98) وقال الترمذي
" حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد به
قلت: وهو ضعيف كما في " التقريب
وعبيد الله بن عكراش قال الذهبي في " الميزان
" فيه جهالة، وقال ابن حبان: منكر الحديث، وقال البخاري: في إسناده نظر
وقال أبو حاتم: مجهول

বাংলা

১১২৭। তার নিকট যখন খাদ্য নিয়ে আসা হতো তখন তিনি তার নিকটের দিক থেকে খেতেন আর যখন খেজুর নিয়ে আসা হতো তখন তিনি তার হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চতুর্দিক থেকে খেতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী “আল-কামেল” গ্রন্থে (২/৩১৫) ও আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১১/৯৫) ওবাইদ ইবনুল কাসেম সূত্রে হিশাম হতে, তিনি উরওয়াহ হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন ...।

বর্ণনাকারী ওবাইদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওবাইদ সম্পর্কে বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেনঃ তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক, খাবীস। তার সম্পর্কে আবু আলী সালেহ্ ইবনু মুহাম্মাদ বলেনঃ তিনি মিথ্যুক ছিলেন, হাদীস জাল করতেন।

আবু দাউদ তার সম্পর্কে বলেন । তিনি হাদীস বানাতেন।

হাদীসটি ৯০৫ নম্বরেও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ একটি দীর্ঘ হাদীস 'আলা ইবনু ফাযল ইবনে আব্দিল মালেক আবু হুযাইল হতে বর্ণিত হলেও তার সূত্রটিও যে বিশুদ্ধ নয় তা বুঝানোর লক্ষেযই পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১৮৪৮) ও সংক্ষেপে ইবনু মাজাহ্ (৩২৭৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বর্ণনাকারী আল ইবনুল ফাযল দুর্বল, যেমনটি "আত-তারগীব" গ্রন্থে এসেছে।

আরেক বর্ণনাকারী ওবাইদুল্লাহ ইবনু ইকরাশ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেনঃ তার সনদের মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি মাজহুল।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ তবে খাদ্য খাওয়ার সময় ভক্ষণকারী পাত্র থেকে তার নিজের নিকটের স্থান থেকে খাবে। এ মর্মে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাদ্য খেতেন তখন তার নিকটের দিক থেকেই খেতেন। আবার তিনি নিকটের দিক থেকেই খাদ্য খাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করতেন। [দেখুন বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী (৩২১৮), নাসাঈ (৩৩৮৭) বর্ণনা করেছেন]।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72006

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন